JUL 1 4 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

ঢাকা ভার্সিটির প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা

ভিসি বিদেশে, প্রোভিসির পদশূন্য ও ছাত্রলীগের ধর্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একদিকে ছাত্রলীগের ধর্মঘট এবং অন্যদিকে ভিসি বিদেশে থাকায় ও প্রোভিসি পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য পড়ে থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। প্রশাসনিক ভবনে ফাইলের পর ফাইল জমা হয়ে আছে বলে সূত্র জানায়। ভিসি প্রোভিসি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ হয়ে আছে। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে ছাত্রলীগ গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আজ রবিবার দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচী দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শনিবার ও রবিবারের সকল পরীক্ষা স্থগিত করেছে। গত

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ভিসি বিদেশে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

৭ জুলাই ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ৮ দিনের জন্য জাপানে গিয়েছেন। প্রোভিসি না থাকায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান একই সাথে ভিসি প্রোভিসি ও নিজ দায়িত্ব পালন করতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন বলে প্রশাসনিক ভবনের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান। গত ৯ মে প্রোভিসি অধ্যাপক জেড এন তাহমিদা বেগমকে সরকার সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করলে পদটি তখন থেকেই শূন্য পড়ে আছে। প্রোভিসি হিসেবে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ভিসি বিদেশ যাওয়ার পূর্বে প্রোভিসি পদে রোকেয়া হলের প্রভোষ্ট অধ্যাপক তাজমেরী এস এ ইসলামকে নিয়োগ দেয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হলেও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রশাসনিক কাজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সবকিছুই পড়ে আছে। বুয়েটের ছাত্রী সনি হত্যাকাণ্ডে গঠিত তদন্ত কমিটি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে গঠিত তদন্ত কমিটিসহ শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী-দাওয়ার বিষয়সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভিসির অপেক্ষায় রয়েছে। ভিসি ও প্রোভিসি না থাকায় শিক্ষকদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের টুকিটাকি সকল কাজ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে সামলাতে হচ্ছে। ভিসি অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রায় ৫০টির মতো ফাইল বর্তমানে ভিসি অফিসে জমা পড়েছে।